বাংলাদেশী শীর্ষ সন্ত্রাসী সিডনীতে!

কর্ণফুলীর অণুবীক্ষন

'রেমন্ড সাইমন(!) কে চেনেন? তিনি নাকি অষ্ট্রেলিয়ান মাইগ্রেশন ব্যবসাক্ষেত্রে একজন নুতন ধান্দাবাজ?' প্রশ্নটি ইমেইলে গত ৩০ আগষ্ট, বুধবার (রাত ৯.৩৬) এবং ৩১ আগষ্ট, বৃহস্পতিবার (সকাল ১০.২৪) বাংলাদেশের একজন কুখ্যাত পলাতক সন্ত্রাসীর কাছ থেকে এসেছিল। উক্ত সন্ত্রাসী তার ইমেইলে আরো দাবী করেছে যে, সে ছদ্মনামে এখন অষ্ট্রেলিয়াতে শরনার্থী প্রার্থী হিসেবে ঘাপটি মেরে আছে এবং পরিস্থিতি 'ঠান্ডা' হলে বাংলাদেশে তার 'ডাইন্যাষ্টি'তে সে ফিরে যাবে। আচানক পর পর দুদিন 'আনসলিসিটেড ইমেইলে' এরুপ একজন শীর্ষ সন্ত্রাসীর অষ্ট্রেলিয়াতে উপস্থিতির কথা অবগত হয়ে কর্ণফুলী পরিবার বিচলিত হয়ে পড়েছিল। দেশমাতা অষ্ট্রেলিয়ার শান্তিপ্রিয় জনতা ও তাদের সার্বিক নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে কর্ণফুলীর পক্ষ থেকে তাৎক্ষনিক অষ্ট্রেলিয়ান ফেডারেল পুলিশ ও জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার (ASIO) সাথে যোগাযোগ করা হয় এবং ইমেইলগুলো তাদের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। কর্ণফুলী থেকে তাদেরকে অনুরোধ করা হয় এ ইমেইলের 'একাউন্ট সোর্স' ও বিস্তারিত তথ্য উদঘাটন করে ছদ্মনামে লুকিয়ে থাকা তথাকথিত বাংলাদেশী শরণার্থী আবেদনকারীকে খুঁজে বের করার জন্যে। এধরনের মারাত্মক বিষয়ে সহযোগীতার জন্যে জাতীয় নিরপত্তা সংস্থা কর্ণফুলীকে লিখিতভাবে তাদের ধন্যবাদ জানান। বিষয়টি এখন অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে অষ্ট্রেলিয়ার সংশ্লিষ্ঠ কর্তৃপক্ষ তদন্ত করে দেখছেন। কর্ণফুলীর নিজস্ব উদ্যোগে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে যে বাংলাদেশ থেকে অতিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলের সদস্য হয়ে অষ্ট্রেলিয়াতে বেশ কিছু শীর্ষ সন্ত্রাসী এসে জড়ো হয়েছে এবং ছদ্মনামে তারা শরনার্থী হিসেবে আশ্রয় প্রার্থনা করেছে। আসন্ন বাংলাদেশী জাতীয় নির্বাচনের আগে ও পরে আরো প্রচুর সন্ত্রাসী ও ফেরারী আসামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ বিভিন্ন ওছিলায় দেশ থেকে বের হওয়ার অপেক্ষায় 'খেয়াঘাট' এ দাঁড়িয়ে আছে। অষ্ট্রেলিয়ার জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে সকল বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত অষ্ট্রেলিয়ানকে এ বিষয়ে সর্বদা সতর্ক থাকা প্রয়োজন বলে সকল দেশপ্রেমী মনে করেন।

এদিকে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানকে বিবাদী করে ১৯৭১ সনের যুদ্ধ অপরাধীদের শাস্তি দাবী করে ইদানিং সিডনীতে একটি উদ্ভট মামলা দায়ের করা বাংলাদেশী বংশদ্ভুত রেমন্ড সোলেমান ফয়সল নামে এক ব্যক্তি সম্পর্কে ঐ সন্ত্রাসী ছাড়াও টেলিফোন ও ইমেইলে বেশ কিছু পাঠক কর্ণফুলীর কাছে জানতে চেয়েছেন।[ইমেইলগুলো যথা সময়ে ASIO এর কাছে হস্তান্তর করা হয়]। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে রেমন্ড কয়েক বছর আগে অষ্ট্রেলিয়াতে ভ্রমণ করতে আসেন। অতপর জাতিসংঘের কাছে দায়বদ্ধ দেশ হিসেবে অষ্ট্রেলিয়ায় একজন 'অনশোর রিফুজি' হিসেবে তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করেন। উদার অষ্ট্রেলিয়ান কর্তৃপক্ষ তার দরখাস্তটি বিবেচনা করে তাকে আশ্রয় দেন। অনুসন্ধানে আরো জানা যায় যে, 'রেমন্ড' নামটি তার জন্মগত বা পিতৃপ্রদত্ত নয়, অর্থাৎ কোন অজানা কারণে তিনি নিজের নামটি পরিবর্তন করে নিয়েছেন। সময়ের ধারবাহিকতায় রেমন্ড একমাসের একটি বিশেষ কোর্স করে গত ১৭ই জুলাই ২০০৬ প্রথমবারের মত একজন মাইগ্রেশন এজেন্ট হিসেবে নথিবদ্ধ হন। পেশাগত কারণে বর্তমানে রেমন্ড বাংলাদেশী সহ বিভিন্ন দেশ থেকে আগত রিফুজিদেরকে আইনগত সহযোগীতা করে থাকেন।

রেমন্ড সোলেমান ফয়সলের দায়েরকৃত উক্ত মামলাটি নিয়ে দেশী ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। 'মশার কয়েল' উৎপাদনকারী একটি সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশী একটি দৈনিক পত্রিকা এ মামলা বিষয়ে ডি.টি.টি মেশানো ধোঁয়া প্রথম বাজারে ছেড়েছিল। রেমন্ড নিজেই ঐ পত্রিকা আপিসে ফ্যাক্স করে তার এই অভিনব কৃতিত্বের সংবাদ তাদের জানিয়েছিল। তারপর থেকে চলছে 'ভেড়া দৌড়', কেউ আর পেছনে তাকায়নি। তবে গত ০৩/১০/০৬ এবং ১০/১০/০৬ সিডনীস্থ একটি ব্যতিক্রমধর্মি কমিউনিটি রেডিওর কিছু আলোচনা ও সাক্ষাৎকার বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে

রেমন্ডের দায়েরকৃত মামলাটি 'অপরিপক্ক', 'বালখিল্যতা' ও 'উদ্দেশ্যপ্রনোদিত'। উক্ত রেডিও আরো বলেছে যে বেলজিয়াম সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উঠতি আইনজীবিরা (রেমন্ড আইনজীবি নয়) রাতারাতি পরিচিতি ও মক্কেল যোগানোর জন্যে 'তামাদী' কিছু ইস্যু নিয়ে মামলা দায়ের করে থাকে। শেষাব্দি মামলার ফলাফল কি হবে সে বিষয়ে কেউ আর তোয়াক্কা করে না। কিন্তু নবীন আইনজীবির উদ্দেশ্যে হাসিল হয়ে যায় এরি মধ্যে। রেডিও-র বক্তব্য সারাংশ থেকে উদ্ধৃতি দেয়া তথ্য থেকে আশা করি আমাদের জিজ্ঞাসু পাঠকরা নিজেদের প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবেন। এদিকে সিডনীবাসী বিভিন্ন বাংলাদেশীদের কাছ থেকে জানা যায় যে আরেকটি বাংলা রেডিও এবং একটি পারিবারিক ওয়েবসাইটে মহা গুণগান করে রেমন্ডকে গাছের মগডালে তুলে দিয়ে নীচ থেকে এখন তারা মইটি সরিয়ে ফেলতে চাইছে। কারণ রেমন্ডকে তার মামলা বিষয়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন প্রচার করে বাংলাদেশী কম্যুনিটিতে তাকে পরিচিতি করার জন্যে ঐ তথাকথিত সাংবাদিক দোসর বিপুল অংকের সেলামী রেমন্ডের কাছে দাবী করছে বলে শোনা যাচ্ছে। রেমন্ড অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তাদের উৎকোচ 'ডিমান্ড' নাকচ করে দিয়েছে, যার ফলে ঐ কম্যুনিটি প্রচার মাধ্যমটি এখন রেমন্ড বিষয়ে ধীরে ধীরে সুর পাল্টাচ্ছে। সিডনীবাসী সুশীল বাংলাদেশীরা ভবিষ্যৎবাণী করছেন যে অতিতের ন্যায় অতি শীঘ্রই দেখা যাবে রেমন্ডের গুনগানকারী সুবিধাবাদী ঐ সাংবাদিক দ্বয় পুনরায় রেমন্ডেরই 'ইজ্জত হরণ' করতে উঠে পড়ে লাগবে। উপরেল্লেখিত নিরপেক্ষ কমিউনিটি রেডিও চ্যানেলটিতে গত ১০/১০/২০০৬ সাক্ষাৎকার প্রদানকারী একজন বিশিষ্ঠ আইনজ্ঞ বলেছেন যে তথাকথিত ঐ সাংবাদিক'কে মিথ্যা সংবাদ রটিয়ে কমিউনিটিতে বিভ্রান্ত সৃষ্টি না করা জন্যে তিনি বারংবার মানা করেছিলেন। তারপরেও রেমন্ড ও তার দায়েরকৃত মামলা বিষয়ে সে ভুল ও মিথ্যা সংবাদ প্রচার করে জনমনে ধাঁধাঁ সৃষ্ঠি করার জন্যে তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন।

কথিত আছে যে, আশির দশকের সন্ধিক্ষণে ইসলামী নরখাদক ও নির্বাসিত জামাত ইসলামী নেতা গোলাম আজম তার মায়ের অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে যখন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে ঠিক তার কয়েক মাস পর আমেরিকা প্রবাসী একজন বাংলাদেশী তরুণ আলতাফ হোসেন তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে সেখানকার একটি কাউন্টি কোর্টে 'জেনোসাইড' ইস্যুতে একটি মামলা দায়ের করেছিলেন। কম্পিউটার প্রযুক্তির শৈশবে তখনো ইন্টারনেট আবিষ্কার হয়নি বলে বিষয়টি তেমন প্রচার পায়নি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে আলতাফ হোসেন আমেরিকাতে সত্তুর দশকের শেষ দিকে জাতিসংঘের ঘোষিত শরণার্থীর সংজ্ঞা মোতাবেক 'বাংলাদেশে একজন নির্যাতিত সমকামী পুরুষ ও ধর্মচ্যুত ব্যক্তি' হিসেবে আশ্রয় চেয়ে আবেদন করেছিলেন। নিজের শরণার্থী দরখাস্তকে সংশ্লিষ্ঠ আমেরিকান কর্তৃপক্ষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যে তিনি তার আজন্ম 'ইসলামিক' নামটি পরিবর্তন করে 'এ্যলবার্ট হেনসন' নাম ধারণ করেন। [আলতাফ = এ্যালবার্ট, হোসেন = হেনসন]। শেষ পর্যন্ত মি: হেনসন এর মিথ্যা 'সমকামী' দাবীটি টিকে যায় এবং শরনার্থী হিসেবে সেখানে তিনি আশ্রয় লাভ করেন। মি: হেনসন বাংলাদেশ থেকে তার মা, বাবা, ভাই ও বোনদেরকে একই বুদ্ধিতে 'অফশোর রিফুজি' হিসেবে চিহ্নীত করার জন্যে আচানক তখন গোলাম আজমের বিরুদ্ধে ঐ 'গণহত্যার' মামলাটি করেছিলেন। মামলা দায়েরোত্তর বাংলাদেশে তার পরিবারের সদস্যরা নিরাপত্তা হারিয়েছে দেখিয়ে এ্যলবার্ট গোপনে সেখানকার ইমিগ্রেশনে দরখাস্ত করে বসেন। মামলাটি দায়ের করার কিছুদিনের মধ্যেই সুচতুর এ্যালবার্ট নিজের আবাসিক ফ্লাটে কিছু ভাড়াটিয়া নিগ্রো সিঁদেল চোর ঢুকিয়ে নিকটস্থ পুলিশ ষ্টেশনে একটি জি.ডি করেন। এ্যলবার্ট তার রিপোর্টে বলেন যে তার ঘর থেকে নগদ ডলারসহ সংশ্লিষ্ঠ মামলার গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র, যুদ্ধকালীন নারী ধর্ষন এবং গোলাম আযমের বিবস্ত্র কয়েকটি ছবি খোয়া গেছে। এ্যালবার্ট সত্যিকারেই জানতো যে তার ঐ মামলাটি ছিল নিতান্ত দুর্বল, উদ্দেশ্যমূলক ও নিছক বালখিল্যতা। যার ফলে পরবর্তীতে আপামর জনতার বিব্রতকর প্রশ্ন এড়ানোর জন্যে আগেভাগেই নিজের ঘরে চোর প্রবেশের নাটকটি সাজিয়ে ফেলেন এ্যলবার্ট। চুরি পর বিভিন্ন জিজ্ঞাসু বাংলাদেশীদেরকে প্রায় তিনি বলতেন, 'মামলার নথিপত্র যদি খোয়া না যেত, তবে ঐ মামলায় গোলাম আযমের বিরুদ্ধে আমি সত্যি সত্যি জিততাম।' আমেরিকা সহ উন্নত বিশ্বে অর্থের বিনিময়ে 'কিডনী ও চোখ' বিক্রি করা অবৈধ ও অপরাধ

জেনেও মামলার খরচ চালাতে এ্যালবার্ট তার শরীরের কয়েকটি অঙ্গ বিক্রি করার জন্যে টেন্ডার ঘোষনা করে তখন কমুউনিটিতে একটি মহাবেগ সৃষ্ঠি করেছিলেন। সচেতন ও শিক্ষিত কিছু প্রবাসী বাংলাদেশী এ্যালবার্টের চাতুরালী বুঝতে পেরেছিল। পরবর্তীতে তাদের সহযোগীতায় আমেরীকার এফ.বি.আই এবং এন.ওয়াই.পি.ডি এ্যালবার্টের পেছনে পড়ে যায়। শেষাব্দি এ্যলাবার্টের দুরভিসন্ধিমূলক পরিকল্পনাটি তারা ভন্ডুল করে দিতে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে প্রতারণা ও বিভিন্ন ফেডারেল ইস্যুতে এ্যালবার্টের কয়েক বছর জেল হয়েছিল বলে শোনা যায়। এ্যালবার্টের হতভাগা মা-বাবা ও ভাই-বোনদের 'অফশোর শরাণার্থী' হিসেবে আর আমেরিকায় যাওয়া হয়নি। কালের আবর্তে সেই মিথ্যা ধর্মচ্যুত ও সমকামী রিফুজি এ্যলবার্ট হেনসন [আলতাফ হোসেন] প্রবাসী বাংলাদেশীদের নজর থেকে দুরে সরে যায়। মুছে যায় তার চমক ও সাড়া জাগানো সকল স্মৃতি। [বাংলাদেশের বিখ্যাত চিত্র অভিনেতা খলিলের দীর্ঘদিনের আমেরিকাবাসী জৈষ্ঠ পুত্রের কথা এক্ষেত্রে মনে করা যেতে পারে, এ বিষয়টি পরে জানানো হবে।]

বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত আছে যে, 'হিউম্যান ট্রাফিকিং ইজ নাও মোর প্রফিটেবল এন্ড সেফ দ্যান ড্রাগ ট্রাফিকিং'। আর তাই অষ্ট্রেলিয়া সহ উন্নতবিশ্বে নুতনভাবে এ চক্রের বিরুদ্ধে কঠোর আইন সংযোজন করা হয়েছে। এতদসত্বেও তুরুষ্ক বংশোদ্ভুত আলী সেতীন (সিডনী'র স্পীট ব্রীজ সন্নিকটস্থ কাবাব ব্যবসায়ী) সহ বেশ কিছু বাংলাদেশী প্রাক্তন রিফুজী অষ্ট্রেলিয়ান ইমিগ্রেশনের সরলতার সুযোগ নিয়ে দিব্যি 'আদম কারবার' করছে। বাংলাদেশে পরিবারের সদস্যদের মিথ্যা নিরাপত্তাহীনতা ও 'ডিপেন্ডেন্ট' দেখিয়ে গত দেড় দশকে বেশ কিছু রিফুজী পরিবার অষ্ট্রেলিয়াতে পূ:র্নমিলিত হয়েছে। মাইগ্রেশন ব্যবসায় জড়িত এরকম একজন 'আইনজীবি'(!) অষ্ট্রেলিয়াতে তার রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত হওয়ার কারণে দেশে তার ভাইবোনরা নিরাপত্তা হারিয়েছে দেখিয়ে কয়েক বছর আগে ইমিগ্রেশনের কাছে একটি আবেদন করেছিলেন। আবেদনটি রিভিউ ট্রাইবুনাল পর্যন্ত গড়িয়েছিল, কিন্তু শেষব্দি টেকেনি। জাতীয় পার্টির পতন পর একজন তথাকথিত রাজনৈতীক শরাণার্থী ১৯৯৩ সনে তার ভিসা আবেদন মঞ্জুর হওয়ার পর 'ডিপেন্ডেট ও অষ্টাদশ নীম্ন বয়স' দেখিয়ে তিন দশক বয়সী তার দুজন সহদোরকে অষ্ট্রেলিয়াতে আনতে সক্ষম হয়। দেশমাতা অষ্ট্রেলিয়ার সরলতা ও উদারতাকে পুঁজি করে এভাবে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ সহ নানা দেশ থেকে প্রচুর সুযোগ-সন্ধানীর অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। আজ ধর্মীয় জঙ্গিবাদ ও বর্ণবাদী বিদ্বেষের অপবাদে সন্ত্রাসীদের কোপানলে পতিত অষ্ট্রেলিয়াকে সুরক্ষা দেয়ার জন্যে প্রতিটি অষ্ট্রেলিয়ান দেশপ্রেমী জনগনের সচেতন হওয়া বাঞ্চনীয় বলে প্রবাসী সুশীল অষ্ট্র-বাংলাদেশী সমাজ মিনতী করছেন।

বাংলাদেশী ঐ দৈনিক পত্রিকাটিতে রেমন্ডের প্রেরীতে ফ্যাক্সবার্তায় উক্ত মামলা বিষয়ক সংবাদটিতে কেন তিনি তার মাইগ্রেশন ব্যবসার নাম, ঠিকানা, ইমেইল, ফোন ও মোবাইল নাম্বার সংযোজন করেছিলেন অথবা তার দায়েরকৃত মামলাটি কোন উদ্দেশ্যে শুরু করা হয়েছে অথবা মামলাটি কতটুকু টিকবে তা মন্তব্য করার সময় অতি সন্নিকটে। যোগাযোগের নাম্বারগুলো দিয়ে রেমন্ড সত্যিকারার্থে নিরীহ ও সরল বাংলাদেশীদের কাছ থেকে কি আশা করেছিলেন? সময় কথা বলবে। বলবে কারা এবং কোন মাধ্যমগুলো রেমন্ডকে নিয়ে প্রচারের ভৈরবী নৃত্যে নেমেছিল। বিদগ্ধ পাঠককুল জানে রেমন্ডের দায়েরকৃত মামলাটি 'ফালতু' বলে যদি খারিজ হয়ে যায় তবে বাংলাদেশী ইসলামী জঙ্গি সহ বিভিন্ন ইসলামী রাজনৈতীক সংগঠনগুলোর 'রেজ্যুমী'তে তা হবে আরেকটি প্লাস পয়েন্ট। অর্থাৎ রেমন্ডের দায়েরকৃত দুর্বল মামলাটির ব্যার্থতা প্রমান করবে ১৯৭১ সনে বাংলাদেশে কোন গণহত্যা হয়নি। সাধারণ 'ওয়ার ক্যাজুলিটি' হিসেবে চালিয়ে দেবে স্বাধীনতার শত্রু ও জাতির আব্বাজানের তথাকথিত দেশপ্রেমী সন্তানেরা।

অষ্ট্রেলিয়ার খেয়ে বাংলাদেশের রাজনীতি চর্চার জঘন্য এ অভ্যাসটি আজ দেশমাতা অষ্ট্রেলিয়াকে ভাবিয়ে তুলেছে। নিজেদের অপকর্মের জন্যে প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটি নিজেরাই অষ্ট্রেলিয় নিরপত্তা সংস্থার কাছে আজ 'টার্গেট' হয়ে যাচ্ছে। আর তাই পাশ্চাত্য সভ্যতায় এখন পাকিস্তানীদের পর সন্ত্রাসী-দেশী হিসেবে বাংলাদেশীদেরকে সকলে সন্দেহের নজরে দেখছে।

পাদটিকা:

দেশে-বিদেশে বিপুল পাঠকের দাবী অনুযায়ী রেমন্ড সোলেমান ফয়সল বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানার জন্যে তার প্রাক্তন মাইগ্রেশন এজেন্ট জহিরুল হক মোল্লা, যিনি এখন প্রতারণার দায়ে আমেরিকাতে পলাতক, তার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা চলছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে রেমন্ডের প্রাক্তন মাইগ্রেশন এজেন্ট ১৯৯৯ সনে অষ্ট্রেলিয়াতে স্বপরিবারে বেড়াতে এসে রিফ্যুজি ভিসার জন্যে দরখাস্ত করেছিলেন। তার দরখাস্তটি অষ্ট্রেলিয়ান ইমিগ্রেশন সরলতার সাথে বিবেচনা করে মঞ্জুর করেন। জনাব মোল্লা তার রিফ্যুজি ভিসা পাওয়ার পরই একজন প্রবীন টেক্সি চালক মাইগ্রেশন এজেন্টের হাত ধরে এ পেশাতে নেমে পড়েন। জনাব মোল্লা পর পর তিনবার অকৃতকার্য্য হওয়ার পর বাংলাদেশের একটি মফস্বল কলেজ থেকে ১৯৮০ সনে বি.এস.সি(পাস) পরীক্ষা পাশ করেছিলেন। তারপর অনিয়মিত ছাত্র হিসেবে ঢাকার একটি ল' নৈশকলেজ থেকে ১৯৮৬ সনে এল.এল.বি পাশ করেছিলেন। 'যার নাই গতি, সে করে ওকালতি' বাংলাদেশে বেকারদের নিয়ে সত্তুর-আশির দশকে এরূপ একটি প্রবাদ প্রচলন থাকাতে জহির মোল্লা দেশে কখনো আইনগত পেশায় আসতে সাহস পাননি। জীবন ও জীবিকার জন্যে তিনি দেশান্তরী হতে বাধ্য হন। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল, বলিভিয়া ও চিলির গহিন বন জঙ্গল মাড়িয়ে শেষে তিনি সুর্যোদয়ের দেশ জাপানে এসে থিতু হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু হয়নি তা। অতপর, হতভাগা মোল্লা একদিন অবৈধ শ্রমিক হিসেবে ধরা পড়ে জাপান থেকে বহিস্কৃত হন। ফেরত গিয়ে দেশ থেকে অষ্ট্রেলিয়ার ট্যুরিষ্ট ভিসা নিয়ে তিনি স্বপরিবারে সিডনীতে ১৯৯৯ সনে আসেন। জনাব মোল্লা নিজের রিফ্যুজি কেসে বিজয়ের পর একই গল্পের ফরমেট বিক্রি করে সিডনীস্থ বাংলাদেশী রিফ্যুজিদের ত্রাণকর্তা হয়ে তিনি হঠাৎ আর্বিভুত হন। রাতারাতি পেশাগত সম্মান বৃদ্ধি ও মক্কেল জোগানোর জন্যে কিছু রিফুজি আবেদনকারীর মাধ্যেমে আচনক সিডনীতে ঢোল পিটিয়ে দেন যে তিনি একজন পি.এইচ.ডি ডিগ্রীধারী একাডেমীক। সে থেকে চললো ড: মোল্লার পেশাভিত্তিক জয়যাত্রা। সিডনীতে গজে উঠা বিভিন্ন বাংলাদেশী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনে তার কদর বেড়ে গেল। নিরীহ বাঙ্গালী আর খতে দেখেনি। ঘন ঘন তার ডাক পড়তে লাগলো নামসর্বস্ব ঐ সংগঠনগুলোর কার্যকরী পরিষদে যোগ দিয়ে তাদের ধন্য করার জন্যে। যাহোক, এরিমধ্যে বাংলাদেশী, ইন্ডিয়ান ও মোঙ্গলিয়ান সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নিরীহ রিফুজি এপ্লিকেন্টদের কাছ থেকে নানা উছিলায় আনুমানিক অর্ধ মিলিয়ন ডলার হাতিয়ে ফেলে জনাব মোল্লা। অতপর গত নভেম্বর ২০০৫ সনে একরাতে তার একমাত্র স্ত্রী ও তিনটি নাবালক সন্তানকে পরিত্যাক্ত(!) করে বাংলাদেশীদের সেই তথাকথিত 'ড: মোল্লা' হঠাৎ সিডনী থেকে হাওয়া হয়ে যায়। কাকতালীয় হলেও এটা সত্যি যে, বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে সিডনীতে সম্প্রতি দায়েরকৃত অভিনব এ মামলাটির বাদী রেমন্ড ফয়সল সোলেমান সেই মাইগ্রেশন এজেন্ট ড:(!) মোল্লারই মক্কেল ছিলেন। রেমন্ড এর রিফ্যুজি আবেদনপত্র সফল হওয়ার পরে বেশ অনেকদিন তিনি মোল্লার সাথে পরোক্ষভাবে (আন-অফিসিয়ালী) মাইগ্রেশন ব্যবসায় অনেক কাজ করেছিলেন বলে জনাব মোল্লার স্ত্রী সহ সিডনীর বেশ কিছু বাংলাদেশী রিফুজি এ্যাপ্লিকান্ট কর্ণফুলীকে জানিয়েছেন। রেমন্ডের রিফুজি কেসের গল্পটি ইমিগ্রেশনের কাছে বিশ্বাসযোগ্য ও সফল হওয়ার পর পরবর্তীতে জনাব মোল্লা অনৈতিকভাবে আরো কয়েকজন বাংলাদেশী রিফুজীর কাছে একই গল্প বিক্রি করেছিলেন। সম্প্রতি কর্ণফুলী'র নিজস্ব প্রচেষ্টায় এরকম ৩৫ জনের কেসের ফাইল ও নমুনা জোগাড় করা হয়। প্রতিটি গল্পে দেখা গেছে শুধুমাত্র নাম, সাকিন ও সামান্য কিছু পরিবর্তন করে জহির মোল্লা অষ্ট্রেলিয়ান ইমিগ্রেশনে ঐ রিফুজি দরখাস্তগুলো দাখিল করেছিলেন। মক্কেলের বিশ্বাস ও গোপনীয়তা ভঙের অভিযোগে অতপর রেমন্ডের সাথে মোল্লার সম্পর্ক ছেদ হয়ে যায় এবং শেষপর্যন্ত তাদের দুজনের সম্পর্ক সাপে-নেউলে রূপ নেয়। এ সকল বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্যে বর্তমানে আমেরিকার ফ্লোরিডাতে অবস্থানরত জহিরুল হক মোল্লার সাথে কর্ণফুলী যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে। আশাকরি আগামীতে আমাদের বিশ্ববাসী সকল বাঙ্গালী পাঠকদেরকে তাদের জিজ্ঞাস্য প্রায় সকল প্রশ্নের উত্তরগুলো জানাতে পারবো।

প্রধান সাম্পানওয়ালা